প্রথম আলো

তারিখ ... 12 JUL 2013
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৬

এবার উপাচার্যের বিচার দাবি করেছে সাদা দল

নিজস্ব প্রতিবেদক, কুমিল্লা ●

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আমির হোসেন খানের অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে এবার অবস্থান নিয়েছে বিএনপি-জামায়াত-সমর্থিত শিক্ষকদের সংগঠন সাদা দল।

গতকাল বৃহস্পতিবার সাদা দলের আহ্বায়ক ও লোকপ্রশাসন বিভাগের প্রধান মাসুদা কামাল স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ ও পদোন্নতিতে দলীয়করণ ও স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ এনে উপাচার্যের বিচার দাবি করা হয়।

এর আগে বঙ্গবন্ধু পরিষদ ও প্রগতিশীল শিক্ষক জোট উপাচার্যের বিরুদ্ধে মাঠে নামে। এ নিয়ে শিক্ষকদের তিনটি সংগঠনই উপাচার্যের বিরুদ্ধে অবস্থান নিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দপ্তরে তালা থাকায় গতকাল সেখানে কোনো কাজ হয়নি। সকালে কর্মকর্তারা প্রশাসনিক ভবনে কাজ করতে গিয়ে দেখেন দপ্তরের সামনে বঙ্গবন্ধু পরিষদের শিক্ষকেরা অবস্থান করছেন। পরে তাঁরা চলে যান। বঙ্গবন্ধু পরিষদের শিক্ষকেরা উপাচার্যকে আর কোনো নথিতে স্বাক্ষর করতে দেবেন না বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

জানতে চাইলে বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ও নৃবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান মোহাম্মদ আইনুল হক *প্রথম আলোকে* বলেন, 'উপাচার্যকে আর কোনো ধরনের কাজ করতে দেওয়া হবে না। সে জন্য রেজিস্ট্রার দপ্তরে তালা দেওয়া হয়েছে। সেখানকার কোনো নথি উপাচার্যের বাসভবনেও যাবে না। উপাচার্যের অধীনে সব ধরনের নিয়োগ, পদোন্নতি বন্ধ রাখতে চাই আমরা। গত চার বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়নে উপাচার্য কোনো কাজ করেননি। বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি ধ্বংসের মুখে নিয়ে গেছেন।'

> **কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়**
> ❝ উপাচার্যকে আর কোনো ধরনের কাজ করতে দেওয়া হবে না
> **মোহাম্মদ আইনুল হক**
> সাধারণ সম্পাদক
> বঙ্গবন্ধু পরিষদ

উপাচার্য গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে যাননি। তিনি বাসভবনে অবস্থান করছেন। এ কারণে গতকাল উপাচার্যের দপ্তরে আন্দোলনরত শিক্ষকেরা তালা দেননি। তবে উপাচার্য এলেই আবার তালা দেওয়া হবে বলে আন্দোলনরত শিক্ষকেরা জানান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী রেজিস্ট্রার মো. আমিরুল হক চৌধুরী বলেন, 'সকালে দপ্তরে গিয়ে দেখি তালা লাগানো। পরে অন্য দপ্তরে গিয়ে বসেছিলাম। অফিস সময় শেষে ফিরে আসি।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের মুঠোফোনে গত মঙ্গলবার থেকে গতকাল পর্যন্ত কয়েক দফা যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁরা ফোন ধরেননি।

উপাচার্যের অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে মঙ্গলবার থেকে আন্দোলনে নামে সরকার সমর্থক শিক্ষকদের সংগঠন বঙ্গবন্ধু পরিষদ। বুধবার তাদের সঙ্গে যুক্ত হয় প্রগতিশীল শিক্ষক জোট।